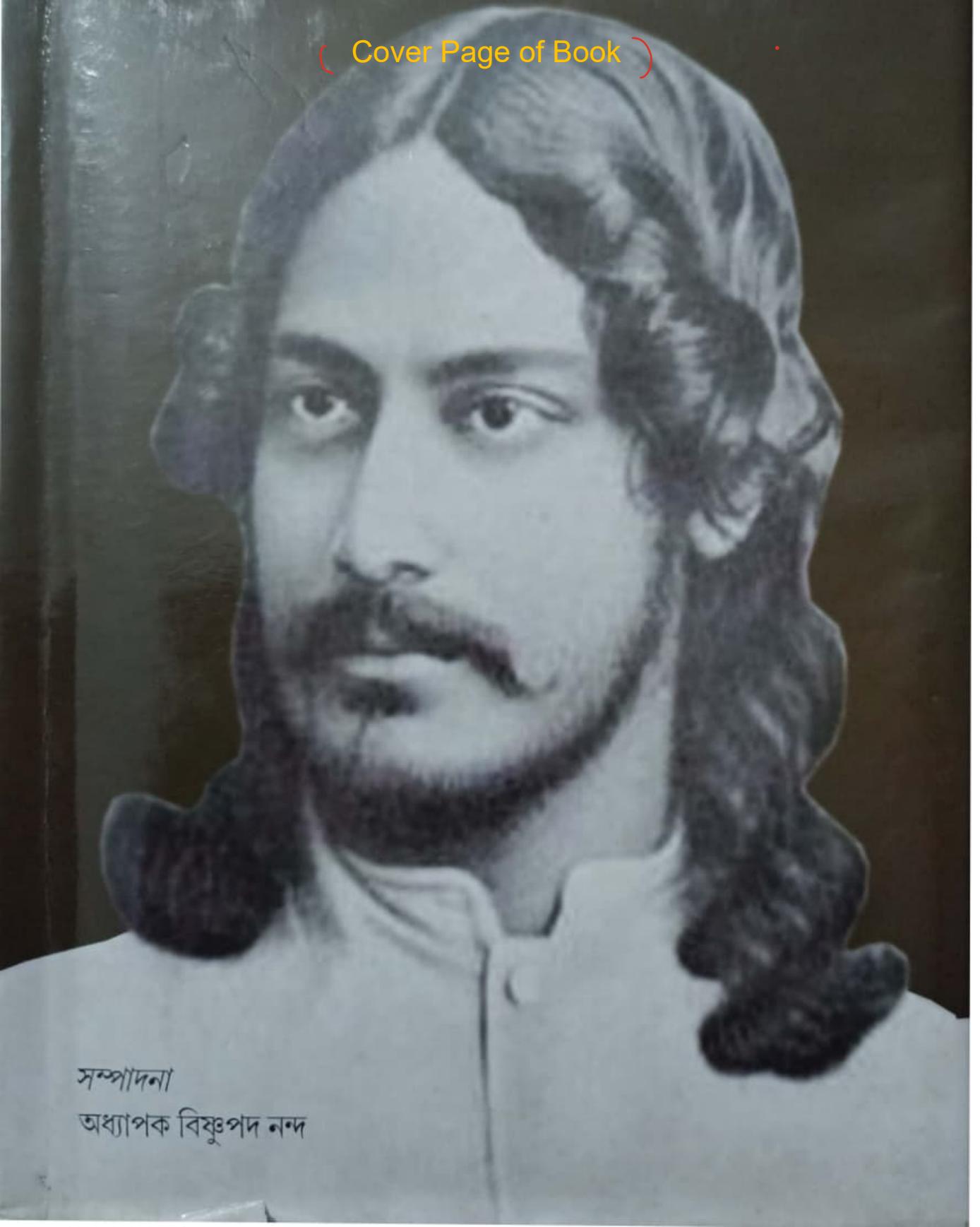


সর্বতমুখী রবীন্দ্রনাথ

Sarbatamukhi Rabindranath

(Cover Page of Book)



সম্পাদনা

অধ্যাপক বিষ্ণুপদ নন্দ

সর্বতোমুখী রবীন্দ্রনাথ

সম্পাদক
অধ্যাপক বিষ্ণুপদ নন্দ

সম্পাদকমণ্ডলী
ড. মুক্তিপদ সিনহা, ড. দেবাশীষ মৃধা,
ড. ললিত ললিতাভ মহাকূড়, ড. সমীর চক্রবর্তী,
ড. মায়া গুপ্তা, শ্রীমতী সোমা দত্ত, শ্রীমতী অন্তরা মিত্র



শিক্ষা বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়



প্রতাপচন্দ্র কলেজ অফ এডুকেশন

বিবিধ প্রসঙ্গ: বিষয়: সর্বাতোমুখী রবীন্দ্রনাথ

Sarbatomukhi Rabindranath

ISBN : 978-93-83660-55-1

প্রকাশকাল : ৯ অগ্রহায়ণ, ১৪২৬

নভেম্বর ২৬, ২০১৯

Year of Publication- November 26,2019

প্রকাশক : রেজিস্ট্রার, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

আর্থিক সহযোগীতা : প্রতাপচন্দ্র কলেজ অফ এডুকেশন

প্রচ্ছদ : ট্রেড কল্

মুদ্রক : ট্রেড কল (৯১২৩০১৮৭৬৬)

প্রাপ্তিষ্ঠান : শিক্ষাবিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

মূল্য : ৯৯৯.০০ টাকা

Table of Contents

| | | |
|----|--|-----|
| ২৯ | রবীন্দ্রনাথ এক তীর্থ দর্শন পতিতপাবন কর | ৩০৫ |
| ৩০ | ঠাকুর বাড়ির সাজগোজ- রূপচর্চা অমল কাস্তি পাণে | ৩১৪ |
| ৩১ | রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রেক্ষিতে জাহান আলি পুরকাইত | ৩১৯ |
| ৩২ | রাগ-রাগিনী ও রবীন্দ্রনাথ শ্রেয়া সেন | ৩২৮ |
| ৩৩ | রবীন্দ্রনাথের ঝুঁতু-প্রকৃতির গান ও রাগসংগীতের সময়তত্ত্ব শম্পা মিশ্র | ৩৪১ |
| ৩৪ | প্রসঙ্গ— কয়েকটি রবিগান এর প্রেক্ষিত বিদ্যুৎ কাস্তি চৌধুরী | ৩৭০ |
| ৩৫ | সঙ্গীত সৃজনে রবীন্দ্রনাথ তারা প্রামাণিক | ৩৭৯ |
| ৩৬ | শিলাইদহ পর্বে রবীন্দ্র ছেটগল্প: নিসর্গ ও মানুষ স্বপন কুমার আশ | ৩৯০ |
| ৩৭ | ছেট গল্পের নারী চরিত্র- চিত্রায়নে রবীন্দ্রনাথ সুপর্ণা সরকার ও বিশ্বজিৎ সরকার | ৩৯৮ |
| ৩৮ | কিশোর পাঠ/ ব্যাকরণ চর্চায় রবীন্দ্রনাথ সুবিমল মিশ্র | ৪০৩ |
| ৩৯ | রাবীন্দ্রিক সন্টে মনোতোষ দাশগুপ্ত | ৪১১ |
| ৪০ | আধুনিকতার আলোকে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা ও নারীভাবনা সোমনাথ রায় | ৪৩৬ |
| ৪১ | রবীন্দ্র ভাবনায় বর্তমান শিক্ষা-সংস্কৃতি মধুমিতা দাস | ৪৪২ |
| ৪২ | রবীন্দ্রচেতনায় বিজ্ঞান Rabindrachetanay Vijnyan সোমা অধিকারী Soma Adhikary | ৪৪৬ |
| ৪৩ | রবীন্দ্রসাহিত্যে ইকোফেমিনিজম (Eco-feminism): রজনকরবী অদিতি মুখোপাধ্যায় | ৪৫১ |

রবীন্দ্রচেতনায় বিজ্ঞান

সোমা অধিকারী

Rabindra Chetanay Vijnyan

Soma Adhikary

‘আকাশ ভরা সূর্য তারা বিশ্বভরা প্রাণ,
তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান’—

রবীন্দ্রনাথের এই অনন্ত জিজ্ঞাসা— একজন বিজ্ঞানীরও জিজ্ঞাসা। একবিংশ শতাব্দীতে আজ আমরা এসে পৌঁছেছি। আজ বিজ্ঞান অভাবণীয়রূপে এগিয়ে গেছে। ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথের জন্মের পর দেড়শ বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে। স্বাভাবিকভাবে তাই প্রশ্ন আসে- রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞান সম্বন্ধে কী ভাবতেন? তাঁর চিন্তা ও চেতনায় কি বিজ্ঞানের স্থান ছিল? তিনি কী শুধুই কবি-বিশ্বকবি? উভয়ের বলা যেতে পারে, তাঁর কবিসন্তান সঙ্গে বিজ্ঞানের কোনো দ্বন্দ্ব ছিল না, বরং একে অপরের সম্পর্ক ছিল সম্পৃক্ত।

বিজ্ঞানের আবিভাব আগে, পরে শিল্প। মানুষ যখন আঘাতকার ব্যাপারে নিজেকে কিছুটা সুস্থির করার চেষ্টা করেছে তখন তার মনে সুখের কথা উদিত হয়েছে। বিজ্ঞানের দুই মূর্তি- একটি হল আটপৌরে, অন্যটি হল সৌখিন। যেখানে যন্ত্রের সাহায্যে মানুষ অভাব মোচনের চেষ্টায় নিযুক্ত হয়েছে সেখানে সে আটপৌরে, আর যেখানে দায়মুক্ত হয়ে বিশ্ব রহস্য উদ্ঘাটনের প্রচেষ্টা সেখানে সে সৌখিন, কল্পনাবিলাসী। কাব্য ও বিজ্ঞান সেখানে যমজ সঙ্গান। নিউটন, শেক্সপিয়ার, আইনস্টাইন, রবীন্দ্রনাথ একটি কল্পনা রাজ্যের অধিবাসী। যথার্থ কবি যেমন দাশনিক, যথার্থ বিজ্ঞানীও তেমনি দাশনিক। উভয়েরই কল্পনা যেমন অভিভেদি তেমনি অতলস্পর্শী। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন— ‘কবিতা, বিজ্ঞান ও দর্শন ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়া চলিতেছে, কিন্তু একই জায়গায় আসিয়া মিলিবে’

রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞান সাধক ছিলেন না সে কথা বলা বাহ্যিক, কিন্তু শৈশব থেকেই একটি বিজ্ঞানের মেজাজ তাঁর মধ্যে গড়ে উঠেছিল। এ কাজে সহায়তা করেছেন তাঁর পিতৃদেব। দেবেন্দ্রনাথ আপন পরিবারে যে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিলেন, তার মধ্যেও বিজ্ঞান একটি বিশিষ্ট স্থান পেয়েছিল। তাঁর পাঠ্যসূচীর মধ্যে ছিল কাব্য-সাহিত্য, পাটিগণিত, বীজগণিত, রেখাগণিত এবং প্রকৃতি বিজ্ঞান। সীতানাথ দন্ত নামে একজন শিক্ষক মাঝে মাঝে আসতেন বিজ্ঞানের তত্ত্ব হাতে কলমে শেখাবার জন্য। মেডিক্যাল কলেজের একজন ছাত্র আসতেন শরীরের হাড় চেনাবার বিদ্যা শেখানোর জন্য। তাঁর পাশের ঘরে একটি কঙ্কাল যে সারাক্ষন ঝুলত একথা তিনি অক্ষয়কুমার দত্তের ‘তত্ত্ব বোধিনী’

সর্বতোমুখী রবীন্দ্রনাথ

এবং বর্তমানে তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী বিভাগের অধ্যাপক। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল ‘Reinterpreting Tagore: Society, Culture and Decolonization’. সেক্সপীয়র, পোস্ট-কলোনিয়াল তত্ত্ব, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং অক্ষমতা চর্চা বিষয়ে তিনি বহু প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন। তিনি যুগ্ম ভাবে ‘Education and Awareness among Persons with Disability in the Sundarban Areas: A Survey of four selected blocks’ (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়) বই এর লেখক এবং Higher Education, Universities and Excellence: The Bengal Narrative (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়) বই এর সম্পাদক।

পতিতপাবন কর (জন্ম, ১৯৯৪) বর্তমানে রাজা নরেন্দ্রলাল খান মহিলা মহাবিদ্যালয়, মেদিনীপুর-এ শিক্ষাবিভাগে অতিথি শিক্ষক পদে কর্মরত। শ্রী কর একজন স্বভাব কবি। তাঁর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থগুলি হল ‘বসন্ত বাতাসে বর্ণালী’ (ভাষাচিত্র), ‘সুপ্রহীন অন্ধকারে যখন একাকী’ (সাহিত্যশ্রী), ‘অবিচ্ছেদ্য প্রেম অন্তর্হীন নীরবতা’ (পত্রলেখা)। শ্রী কর-এর সম্পদলয় প্রকাশিত প্রথম পুস্তকটি হল—‘শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি বীক্ষণ’ (লালমাটি)।

সৌরভী আটা (জন্ম, ১৯৯৪) যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবিভাগে ইউ.জি.সি. জুনিয়র রিসার্চ ফেলো হিসাবে গবেষণারত। তাঁর গবেষণার বিষয় ‘Mind Mapping’। অক্ষমতা চর্চা বিষয়ে তিনি নিয়মিত মননশীল প্রবন্ধ প্রকাশ করে থাকেন।

তারা প্রামাণিক (জন্ম, ১৯৮১) বর্তমানে বিবেকানন্দ মহিলা মহাবিদ্যালয়, কলিকাতা-তে শিক্ষা বিভাগে বিভাগীয় প্রধান পদে কর্মরত। তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাবিভাগে ‘বৃক্ষাশ্রম’ বিষয়ে গবেষণা রাত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরের গবেষণাধর্মী বিভিন্ন পত্রিকা এবং বইতে নিয়মিত লেখিকা।

Name of Author & Name of HEI

সোমা অধিকারী (জন্ম, ১৯১২) যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবিভাগে ‘ভগিনী নিবেদিতা’ বিষয়ে গবেষণারত। তিনি নন্দীগ্রাম স্বর্ণময়ী যোগেন্দ্রনাথ মহাবিদ্যালয়-এ শিক্ষাবিভাগে সহকারী অধ্যাপিকা পদে কর্মরত। ভারতীয় বিভিন্ন শিক্ষাদাশনিকদের উপর তিনি নিয়মিত মননশীল প্রবন্ধ প্রকাশ করছেন।

Soma Adhikary Swarnamoyee Jagendranath Mahavidyalaya

ড. অভেদানন্দ পাণিগ্রাহী (জন্ম, ১৯৭০) নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে বি.এড. কোর্সে সঞ্চালক পদে রয়েছেন। সুবজ্ঞা ড. পাণিগ্রাহী বিশেষ শিক্ষা বিষয়ে নিয়মিত গবেষণা মূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করে থাকেন।